ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1435- 1442
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.364

শিবাজীকালীন মারাঠা জাতির আমোদ-প্রমোদ ও অবসর যাপনের ইতিকথা: রাজব্যবহারকোশের আলোকে একটি বীক্ষণ

শ্রাবন্তী কাঞ্জিলাল, *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The mainstream history of India is full of wars, military activities, and social and political activism of its rulers. The rise and fall of empires have also been understood in terms of racial affinity, cultural values, character of the leader, etc. The history of the Maratha Empire, which was established and nurtured under the dynamic leadership of Chhatrapati Shivaji Maharaj, is one such case. It will not be an exaggeration to suggest that Maratha history revolves primarily around Shivaji's political ideology and his relentless wars against the mighty Mughals, showcasing the Maratha military strategy, tactics, and logistical organisation. He united the Marathas for a purpose and infused them with an unprecedented zest for the establishment of Swarajya by achieving political independence from the Mughals. The unavailability of contemporary sources is the main obstacle in writing their story. Marathi sources mostly focus on the court activities. In the absence of written and archival records, it is difficult to reconstruct the mundane lives of the hardy people of the Maratha race, who displayed exemplary courage and a willingness to sacrifice for their leader and for Swarajya. Drawing on a contemporary Sanskrit source, the Rajvyavaharakosha, this paper attempts to outline the day-to-day life and activities of the Marathas. The aim is to show how the war-hardened Marathas kept themselves motivated and prepared afresh for the challenges ahead. This paper notes the various types of amusement and leisure activities the Maratha people engaged in, viz., the consumption of intoxicants, hunting expeditions, visiting brothels, engaging in various games and sports, and playing different musical instruments. It is argued that spending leisure time with pleasure was an integral part of Maratha culture during the seventeenth century, a dimension that has not been adequately highlighted in academic writings on the Marathas.

Keywords: Shivaji, Swarajya, Rajvyavaharakosha, Culture, Intoxicants, Hunting, Musical Instruments

শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির সঙ্গবদ্ধতার কাহিনী:

সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তিমলগ্নে যে সমস্ত আঞ্চলিক শক্তিগুলির উত্থান ঘটে, শিবাজীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা মারাঠা সাম্রাজ্য তাদের মধ্যে অন্যতম। কেন অন্যতম?- এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলা যায়, এটি অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তি যেমন বাংলা, অবধের মতো মুঘল শক্তির উত্তরাধীকার হিসাবে উত্থান ঘটেনি।[১] বরং

মুঘল-এর মতো বৃহৎ শক্তির চোখ রাঙ্গানীকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দেখিয়েছিল। মারাঠা জাতির নায়ক, শিবাজীর কথা অল্পবিস্তর আমরা সকলেই জানি। যদিও সেই ইতিহাস রাজনৈতিক তথ্যের কচকচানি ছাড়া আর কিছুই নয়। শিবাজীর উত্থান, আফজল খান কে হত্যা, শায়েস্তা খানকে শায়েস্তা করার গল্প, ঔরঙ্গজেবের চোখের ধুলো দিয়ে দিল্লি থেকে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি ঘটনাগুলি পর্যায়ক্রমে ইতিহাস বইতে বর্ণিত আছে। কিন্তু এসবই ব্যক্তি মানুষের তথ্য। সামগ্রিক ইতিহাস নয়। এখানে উল্লেখ করার বিষয়, মারাঠা জাতির ইতিহাস আলোচনা তাই প্রাসঙ্গিক; কারণ জাতির ইতিহাস ব্যতীত জাতীয় ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়।

মারাঠা জাতির ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের সঙ্গবদ্ধতা, আত্মনির্ভরতা ও স্বাধীনচেতা মানসিকতার সন্ধান মেলে। যারা শিবাজীর নেতৃত্বে অল্প যুদ্ধ সামগ্রী নিয়ে অকুতোভয়ে লড়ায় করে সমসাময়িক প্রবল ক্ষমতা সম্পন্ন শক্তিগুলির সাথে। তাদের এই লড়াকু মানসিকতা গড়ে ওঠার কারণ ছিল মহারাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিবেশ। ভূপ্রাকৃতিক অবস্থান মারাঠা সাম্রাজ্যের উত্থান ও সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দক্ষিণের পার্বত্য ঘেরা শুষ্ক এলাকা, মারাঠা জাতিকে পৃথক অস্তিত্ব তৈরি করতে সহায়তা করে। উচ্চনীচ পাহাড়ি এলাকা মারাঠা সাম্রাজ্যকে অসমতল, ভারতের ইতিহাসে এমন দুর্গম স্থান নেই।[২] এরকম দুর্ভেদ্য ভৌগোলিক পরিবেশ মারাঠা জাতিকে পরিশ্রমী ও অদম্য সাহসী, স্বাধীনতাপ্রিয় হওয়ার প্রেরনা জোগায় বলে যদুনাথ সরকার উল্লেখ করেছেন।[৩]

শিবাজীর সৈন্যদলে কর্মরত বেশিরভাগ লোক ছিলেন কৃষক, যা মারাঠা জাতীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলেছিল। এই মারাঠা কৃষক-সৈন্যদল প্রথা অনুযায়ী গ্রামের সীমা ছাড়িয়ে যুদ্ধ-অভিযানে বের হতেন এবং অক্ষয় তৃতীয়ার দিন স্বগৃহে ফিরে এসে চাষ করতেন।[৪] হিসাব মতো মারাঠি কৃষক-সৈন্যরা ছয় মাস যুদ্ধ করত, বছরের বাকি সময় নিজেদের জমিতে চাষ-আবাদে যুক্ত থাকতেন।[৫]

বিস্মিত হওয়ার মতো বিষয়, ভূপ্রাকৃতিক-ভাবে বিচ্ছিন্ন, কষ্টসহিষ্ণু, আত্মনির্ভর, স্বাধীনচেতা এই জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে তথ্য প্রদানে ব্যর্থ মারাঠি উপাদানগুলি। যে কোন ধরনের সুন্দর অবসর যাপন নতুন কাজের জন্য অনুপ্রাণিত করে। মারাঠা জাতির পক্ষেও এটি সত্য। তাই, সপ্তদশ শতাব্দীর মারাঠিদের জীবনে আনন্দ-উৎসব, আমোদপ্রমোদ উদযাপনের ব্যবস্থা সহ মারাঠা জাতির অবসর যাপনের ইতিকথা আমরা পাই সমসাময়িক একটি অমারাঠি প্রাথমিক ঐতিহাসিক উপাদান থেকে, যা জাতির সংস্কৃতিকে জীবনকেও একাধারে প্রতিফলিত করে।

রাজব্যবহারকোশ:

ছত্রপতি শিবাজীর নির্দেশে সংস্কৃত ভাষায় সংকলিত একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থের নাম *রাজব্যবহারকোশ*। শ্লোক আকারে লেখা গ্রন্থটিতে যেখানে শিবাজীকালীন মারাঠি প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, রণনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন প্রতিবিম্বিত হয়েছে। ১৬৭৪ সালে শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের সময় তাঁর দরবারের অমাত্য রঘুনাথ পন্ডিতকে তিনি নির্দেশ দেন এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য। রঘুনাথ পন্ডিত ছিলেন কর্ণাটক নিবাসী সংস্কৃত ভাষায় সুপন্ডিত; যিনি একাধারে রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ ও ভৌগলিক জ্ঞান সম্পন্ন, সমরকুশলী, অভিজ্ঞ ব্যক্তি। পূর্বে মহারাষ্ট্র ও তৎসংলগ্ন এলাকা মুঘল প্রভাবাধীন থাকায় মহারাষ্ট্রে ফারসি ভাষার প্রশাসনিক কাজকর্ম চলার একটা রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। রঘুনাথ পন্ডিত সেই সমস্ত ফারসি শব্দগুলি যা দৈনন্দিন জীবন এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সঙ্গে যুক্ত সেগুলিকে নির্বাচিত করেন এবং গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার পর সংস্কৃত ভাষায় প্রতিশব্দ দিয়ে পরিবর্তিত করেন। এই দ্বিভাষিক শব্দকোশ রচনার উদ্দেশ্য ছিল, দীর্ঘকাল মুঘল শাসনের অধীনে থাকায় সাধারণ মানুষের মনে মুঘল ভাষা ও সংস্কৃতির যে প্রভাব থেকে গিয়েছে তা দূরীকরণ। শিবাজী উপলব্ধি করেন সাধারণ মানুষের মনের থেকে মুঘল শাসনের প্রভাব মুক্ত করা শুধু যুদ্ধ দ্বারা সম্ভব নয় তার

জন্য মনে ও প্রাণে স্বাধীনচেতা হওয়া প্রয়োজন। তাঁর এই ভাবনার সার্বিক প্রতিফলন ঘটে নতুন শব্দকোশ রচনার মাধ্যমে।

রাজব্যবহারকোশ নামক সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই শব্দকোশটি দশটি বর্গ বা অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা,

রাজবর্গ- যা রাজা ও রাজদরবারের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

কার্যস্থানবর্গ- যেখানে শিবাজীকালীন মহারাষ্ট্রে গড়ে ওঠা কারখানা ও সেখানে উৎপাদিত হওয়া বিভিন্ন জিনিসপত্রের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে।

ভোগ্যবর্গ- এই অধ্যায়ে কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে ভোগের সামগ্রী যেমন আতর ও সুগন্ধির তেলের তালিকা প্রদান করেছেন। পাশাপাশি শিকারের বর্ণনা, নেশাজাত দ্রব্য সেবন এই বিষয়ে, আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থাৎ শিবরায়ন যুগের সাধারণ মানুষের যে সাংস্কৃতিক জীবন তা প্রতিফলিত হয়েছে এই পর্বে।

শস্ত্রবর্গ- শস্ত্র শব্দটির আক্ষরিক অর্থই বোঝায় অস্ত্রশস্ত্র-কে। শিবাজীকালীন মহারাষ্ট্রে কোন ধরনের অস্ত্র ব্যবহৃত হত, অস্ত্রাগার, এই বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুরঙ্গবর্গ- এই বর্গে কবি রঘুনাথ পন্ডিত মারাঠা সেনাদলে নিযুক্ত পশু যথা ঘোড়া, হাতি, উট প্রভৃতির যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

সামন্তবর্গ- সামন্ত বর্গে বিশেষ করে পদাতিক বাহিনীতে নিযুক্ত সেনা ও তাদের পদমর্যাদার উল্লেখ আছে। এছাড়া মারাঠা রণকৌশল-এর বর্ণনা আছে।

দুর্গবর্গ- মহারাষ্ট্রের অসমতল ভূমিতে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য দুর্গ। এই সমস্ত দুর্গগুলিতে প্রশাসনিক কাজকর্ম কিভাবে চলত, সেই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে এই পর্বে।

লেখনবর্গ- প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে ধরনের কাজ করা হত, তার বিস্তারিত তথ্য লিখিত রাখার জন্য শিবাজীর সময় গড়ে উঠেছিল লেখ্যশালা। এখানে লিখন পদ্ধতি এবং লেখার কাজে সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট পদের উল্লেখ আছে।

জনপদবর্গ- মুঘল প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে যে সম্পূর্ণ রূপে উৎপাটিত করে শিবাজী নতুন প্রশাসনিক বন্দোবস্ত শুরু করেছিলেন এবং সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক বিভাগেও পরিবর্তন আনেন। কৃষি পদ্ধতির যে পরিবর্তন করা হয়েছিল সে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে সেই এই পর্বে।

পণ্যবর্গ- পণ্য বর্গে; কি ধরনের পণ্যদ্রব্য বাজারে বিক্রি হত, তার সাথে যুক্ত সামাজিক শ্রেণীরও বর্ণনা করা হয়েছে রাজব্যবহারকোশের শেষ অধ্যায়টিতে।

৩৭৪ টি শ্লোক নিয়ে রচিত এই প্রাথমিক ঐতিহাসিক উপাদানটি শিবাজীকালীন মহারাষ্ট্রের সামগ্রিক ইতিহাসের কাঠামো রচনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উপাদানটিকে আমরা official document হিসেবে ব্যবহার করতে পারি যেহেতু এটা শিবাজীর নির্দেশে রচিত।

রাজব্যবহারকোশ-এর চতুর্থ অধ্যায় ভোগ্যবর্গ, যা মারাঠা সংস্কৃতির একটি অজানা কাহিনী আমাদের সামনে চিত্রিত করে। শিবাজিকালীন মহারাষ্ট্রে সাধারন মানুষের অবসর যাপনের ইতিবৃত্ত তুলে ধরার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের বর্ণনা করা হয় উক্ত গ্রন্থে। সেসময় অবসর যাপন, আমোদ-প্রমোদের ও বিনোদনের অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন ধরনের পানীয় ও নেশাজাত দ্রব্য ব্যবহারের তালিকা প্রদান করে। এছাড়া পতিতালয় গমন, পাশা খেলা, অভিনয়, নাচ-গানে সাধারন মানুষের অংশগ্রহণ, সর্বোপরি বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজানোর হদিশ দেয়, যা শিবাজিকালীন মহারাষ্ট্রের জাতির ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক নয়া সংযোজন। *রাজব্যবহারকোশ*-এর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে-

ধূমযন্ত্র গুড়গুড়ী তমাখু ধূমপত্রকম:

ধূমপান সপ্তদশ শতাব্দীর মহারাষ্ট্রের মানুষদের অবসর যাপনের একটি প্রিয় উপায় ছিল। ধুম পানের যন্ত্রটি গুড়গুড়ি নামে পরিচিত ছিল বলে *রাজব্যবহারকোশে* উল্লেখ আছে। এই রকম নামকরনের উদ্দেশ্য সম্ভবত যেমন হুঁকা খাওয়ার সময় জলে বুদবুদ উঠে এইরকম আওয়াজ হয় বলে। এর সংস্কত প্রতিশব্দ হল ধুমযন্ত্র।[৬] গ্রামবাংলায় আজও বয়স্ক মানুষেরা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সমবেত হন, এবং হুঁকা গুড়গুড় শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। মারাঠি সমাজেও এই ধুমযন্ত্রে তামাক সাজানো থাকত, সংস্কৃত ভাষায় বলা হত ধূমপত্র। ধুমযন্ত্রের যে স্থানে তামাক (ধূমপত্র) রাখা ও জ্বালানো হত তা উপস্করপাত্র।[৭] এই স্থানে একটি পাইপ লাগানো থাকত, এই পাইপের দ্বারা তামাক সেবন করা হত।

রাজব্যবহারকোশ-এর একটি শ্লোকে বর্ণিত আছে- সুরাগারং শরাবখানা সুরাদাতা শরাবদার[৮]; এখানে বলা হয়েছে যে স্থানে সুরাজাত দ্রব্য বিক্রি হয়, তাকে সংস্কৃত ভাষায় সুরাগার বলা হত। যে ব্যক্তি এই সুরাগার চালাতেন তিনি সুরাদাতা নামে পরিচিত ছিলেন। মদদ্রব্য-এর উল্লেখ আছে, যা একধরনের নেশাজাত পানীয়। সুধা- পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ একপ্রকার সুস্বাদু পানীয়।[৯]

পান চেবানো চিত্তবিনোদনের একটি উপায় হিসাবে গৃহীত হয়। পান খাওয়া হত চুন ও সুপুরি দিয়ে। প্রাচীন ভারতে পান খাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। জাতক কথা নামক গ্রন্থে এই প্রথার কথা বর্ণিত আছে। দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে আরব লেখক আবু জাহিদ উল্লেখ করেছেন পান রীতি ছিল বন্ধুত্ব বা সম্মানের প্রতীক হিসাবে। আল বিরুনী বর্ণনা করেছেন- ভারতীয়রা রাত্রে খাবার খাওয়ার পর, পানের মধ্যে চুন লাগিয়ে চেবাতেন হজম করার জন্য।[১০] পানকে উন্নতির প্রতীক মানা হতো। ভারতীয় সামাজিক উৎসব এবং ধর্মীয় আচার-অনুস্থানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকত। এছাড়া পান কাউকে দেওয়ার অর্থ ছিল সম্মানের সাথে অতিথি সেবার সমার্থক। *রাজব্যবহারকোশ* পান এর উল্লেখ আছে তম্বুল নামে। তম্বুলদান এর অর্থ পান রাখার পাত্র। যে পাত্রে চুন রাখা হতো তা চূর্ণপাত্র।[১১]

আমরা আফিমের কথাও পাই উক্ত প্রাথমিক ঐতিহাসিক উপাদানটিতে। P. N. Chopra তাঁর গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন- রাজপুতরা 'মাধব রা-পেয়ালা' নামক এক ধরনের মাদকদ্রব্যর প্রতি আসক্ত ছিল। বার্নিয়ার লিখেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার আগে রাজপুতরা আফিম সেবন করত, তাদের মাথার উপর দেখা যেত আফিমের ধোঁয়া। এই উত্তেজক শরীরে সাহস জোগাত ও মনোবল বৃদ্ধি করতে সহায়তা করত।[১২] তাই যুদ্ধে হোক বা অবসর সময়ে মারাঠা জাতির মানুষ আফিম সেবন করত, এই বিষয়টি সন্দেহাতীত।

উপরিউক্ত আলোচনা আমাদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করে শিবাজীকালীন মহারাষ্ট্রে সামাজিক জীবন কিরূপ ছিল। কাজের ফাঁকে অবসর কি ভাবে যাপন করা যায় সে সম্পর্কে তারা অবহিত ছিলেন। আমরা জানি মুঘল সেনাবাহিনী নিজেদের মনোরঞ্জন এর জন্য মহিলা নিয়ে যেত। মারাঠা সেনারা শিবাজীর নির্দেশ মতো রণক্ষেত্রে মহিলাদের নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তাই হয়তো নিজেদের প্রিয় মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার দুঃখ ভুলে থাকার উপায় হিসাবে নেশাজাত দ্রব্য সেবন করত।

বিশ্রামকষায়, একটি সংস্কৃত শব্দ যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় পতিতালয় বা সাময়িক আনন্দ লাভের জন্য যে স্থানে যাওয়া হত।[১৩] বনিতাভিক্ষা শব্দটির ব্যবহার পতিতা স্ত্রীদের উল্লেখ *রাজব্যবহারকোশ* নাট্যস্ত্রী[১৪]-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা অভিনয় ও এই ধরনের গুণ দ্বারা মনোরঞ্জন করত।

রাজব্যবহারকোশে উল্লিখিত দৃষ্টিপ্রিয়[১৫] শব্দটির অর্থ সুন্দর মহিলা। গায়ক শ্রেনীর কথা বর্ণিত আছে যারা গান গেয়ে মনোরঞ্জন করত। এছাড়া কলাবন্তা[১৬] ও বনিতা[১৭] শ্রেনীর উল্লেখ পাই এই গ্রন্থে। কলাবন্তা শব্দটি আমাদের স্মরণ করাই চৌষট্টি কলাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এই শ্রেনীর মহিলারা নিজেদের গুণের প্রদর্শন করে

দর্শক ও খরিদ্দারদের চিত্তবিনোদন করতেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে এই শ্রেনীর অস্তিত্বের আভাস পাই অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি গ্রন্থ কামসূত্র থেকে। অন্যদিকে বনিতা শব্দটি যৌনকর্মী-দের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

রাজব্যবহারকোশে 'শিকারং মৃগয়া ভবেৎ'[18] শ্লোকে মৃগয়া কথাটির উল্লেখ আছে, যার তর্জমা করলে দাঁড়ায় শিকার। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই রাজা কিংবা পার্ষদ-দের আমোদের পরিচিত মাধ্যম ছিল। এমনকি সাহিত্যে ব্যাধ জাতির উল্লেখ আছে যারা শিকার করে নিজেদের জীবন-যাপন করতেন। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' মহাকাব্যে, নায়ক দুষ্মন্ত ও নায়িকা শকুন্তলার প্রথম দর্শনের প্রেক্ষাপট ছিল- শিকার। যে পশুদের শিকার করা হতো, তাদের নামোল্লেখ আছে *রাজব্যবহারকোশের* শ্লোকগুলিতে। শিবাজিকালীন মহারাষ্ট্রে বাঘ শিকারের চল ছিল। *আইন-ই-আকবরীতে,* বাঘ শিকারের বিভিন্ন পদ্ধতির আলোচনা আছে।[১৯] সম্ভবত, বাঘ জাতীয় পশু শিকার অভিজাত ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যা অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং সামাজিক প্রতিপত্তির সমার্থক। মুঘল যুগে জাহাঙ্গীর, বাঘ শিকার সম্পর্কে একটি নির্দেশনা জারি করেন, শুধুমাত্র পুরুষ বাঘদের শিকার করা যাবে এই বিষয়ে।[২০] চিতা বাঘ শিকারের হদিশ মেলে *রাজব্যবহারকোশে*। যা সংস্কৃত ভাষায় দ্বীপি নামে পরিচিত।[২১]

শিবরায়ন যুগে ঐন্দ্রজালিক বলে এক শ্রেনীর উল্লেখ পাই।[২২] শব্দটির বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় জাদুকর। *রাজব্যবহারকোশ* গ্রন্থটিতেই এই সংস্কৃত শব্দটির সন্ধান মেলে, যা মারাঠা ইতিহাসের সামাজিক জীবন সম্পর্কে অমূল্য তথ্য প্রদান করেছে। রাজব্যবহারকোশের দশম অধ্যায়ে এই ঐন্দ্রজালিকদের অবস্থান আমাদের অবগত করে শিবাজীকালীন মারাঠা সমাজের শিল্পী শ্রেনীর সামাজিক অবস্থান বিষয়ে। সম্ভবত, জাদুকররা গ্রামে গিয়ে জাদু দেখিয়ে সাধারন মানুষদের বিশেষত ছোট বাচ্চাদের মনোরঞ্জন করত। তবে, রাজদরবারে এদের স্থান সম্পর্কে বা কার্যকলাপ সমন্ধে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

উল্লেখ করার মতো বিষয় হল, পাশা খেলা ছিল মারাঠি দৈনন্দিন আমোদের অঙ্গ। *রাজব্যবহারকোশ* সাক্ষ্য দেয়, দ্যুতকারক-দের যার বাঙ্গলা অর্থ হল পাশকক্রীড়ক।[২৩] যারা পাশা খেলে। পাশা খেলার ইতিহাস বহু প্রাচীন। সিন্ধু সভ্যতার যুগেও পাশা খেলার সরঞ্জাম পাওয়া যায়। আবার মহাভারতের যুদ্ধের একটি অন্যতম কারন ছিল, দ্যুতক্রীড়ার সময় পাণ্ডবদের প্রতি কৌরবদের ছলনা। যা প্রমাণ করে পাশা খেলার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধি ও ধৈর্য ছিল অপরিহার্য গুণ। যা মারাঠা জনসমাজে ছিল বলে ধারনা করা যায়।

মারাঠা সংস্কৃতিতে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার:

মারাঠা সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল উৎসব- অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার। *রাজব্যবহারকোশের* অন্তর্ভুক্ত শ্লোকগুলি আমাদের হদিশ দেয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজদরবারে পৃথক বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ ও সংরক্ষণ স্থান ছিল, যাকে সংস্কৃত ভাষায় বাদ্যশালা বলা হতো।[২৪] এই বাদ্যশালায় উপস্থিত বাদ্য যন্ত্রের তালিকা দেওয়া আছে। যথা,

দুন্দুভি[২৫]- যার বাংলা তর্জমা করলে হয় বৃহৎ ঢক্কা বা ঢাক। এর আকৃতি খুব বড় হয়। ঢাকের থেকে নির্গত আওয়াজ খুব উচ্চ ও জোরাল হয়।

আনক[২৬]- এটি মৃদঙ্গ নামক বাদ্যযন্ত্রের সমার্থক। এর আকৃতি অনেকটা ঢাকের মতো হলেও, আয়তনে ছোট। মৃদঙ্গ ধ্বনি মৃদু তবে গভীর হয়।

ভেরী[২৭]- আমরা মগধ সাম্রাজ্যের ইতিহাস পড়তে গিয়ে দেখি, সম্রাট অশোক ভেরীঘোষ- এর পরিবর্তে ধর্মঘোষ এর ঘোষণা করেন। ভেরী একধরনের রনদামামা যা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের রীতি ছিল। শিবরায়ন যুগে যুদ্ধে বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতি মারাঠা রননীতির এক অনন্য বৈশিষ্ট। এটিও একপ্রকারের ঢোল। যা যুদ্ধক্ষেত্রে বাজানোর উদ্দেশ্য ছিল মারাঠা যোদ্ধাদের মধ্যে ভয় দূর করে রণউন্মাদনা তৈরি করা।

পণব[২৮]- এটিও এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। বাংলায় চর্যাপদের যুগে ব্যবহারের প্রমান মেলে। সপ্তদশ শতাব্দীর মহারাষ্ট্রে এর ব্যবহার আমাদের মারাঠি ও বাঙালি সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান সম্পর্কে পরোক্ষ প্রমান দেয়।

শৃঙ্গ[২৯]- এটি একটি সংস্কৃত শব্দ; যা বাংলা ভাষায় শিঙ্গা নামে বহুল পরিচিত। সাধারনত এটি আকারে লম্বা হত। পশুর সিং দিয়ে তৈরি এই বাদ্যযন্ত্রটি ফুঁ দিয়ে বাজানোর রীতি প্রচলিত ছিল।

আনদ্ধ[৩০]- এটিও এক ধরনের মৃদঙ্গ, যা বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতো।

কম্বু[৩১]- কম্বু শব্দটির বাংলা অর্থ হল শঙ্খ। ভারতীয় সংস্কৃতিতে শঙ্খ-এর ব্যবহার সম্পর্কে সকলেই অবহিত। শঙ্খের আওয়াজকে মঙ্গলের প্রতীক বলে উৎসব ও শুভ অনুষ্ঠানে, সম্ভবত যুদ্ধক্ষেত্রেও শঙ্খ ধ্বনি দেওয়া হতো।

বেণু[৩২]- এর বাংলা অর্থ হল বাঁশি। *রাজব্যবহারকোশের* দশম অধ্যায় যেখানে কবি বিভিন্ন পেশাগত শ্রেনীর তালিকা দিয়েছেন, সেখানে বেণুকার শব্দটির উল্লেখ আছে।[৩৩] যা অবশ্যই বংশীবাদকদের নির্দেশ করে। সম্ভবত, নাট্যস্ত্রীরা যখন নিজেদের কলা মঞ্চস্থ করতেন। এই বংশীবাদকরা সেখানে উপস্থিত থেকে সুরের জাদুতে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতেন তা অনুমেয়।

ডমরু[৩৪] - এই বাদ্যযন্ত্রটি ডুগডুগি নামে বহুল পরিচিত। এটি আকারে অনেকটা ছোট হওয়ার জন্য অনায়াসে হাতে নিয়ে বাজানো যায়।

শ্রীশিবভারতে, উল্লেখ আছে- শিবাজীর জন্মের সময় হাজারটা ভেরী একসঙ্গে বাজানো হয়।[৩৫] এর থেকে অনুমেয়, মারাঠা জাতির শিশুর জাতকর্ম অনুষ্ঠানে, বিবাহ উৎসব, পূজা উপলক্ষে, যুদ্ধ জয়ের আনন্দে কিংবা সাধারন আমদ-প্রমোদের অঙ্গ হিসাবে গান গাওয়া, বাজনা বাজানোর রীতি প্রচলিত ছিল।

শেষের কথা:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়া গেল যে অনবরত যুদ্ধে মেতে থাকা একটা জাতি, যাদের কাছে মৃত্যুর হাতছানি বেঁচে থাকার নিশ্চয়তার থেকে অনেক বেশি ছিল; নিজেদের অবসর জীবনযাপনে কোনো রকম কার্পণ্য করেননি। নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার অদম্য ইচ্ছা এই জাতি কাজের দ্বারা প্রমান করেছে। সেটা গান-বাজনা করার মাধ্যমেই হোক কিংবা তামাক খেতে খেতে গল্পের আসর জমিয়ে নিজেদের ছোট ছোট দুঃখ-সুখ ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে দিয়েই হোক। মারাঠা জাতির বেঁচে থাকার রসদ জুগিয়েছিল এই অবসরযাপন। এখানে প্রশংসা করার মতন বিষয় হল যে বণিতা বা নাট্যস্ত্রীরা আজকের সমাজেও যথাযথ স্থান পান না। সেখানে মধ্যযুগীয় একজন কবি যিনি অনায়াসে এই শ্রেণীর কথা বর্ণনা করেছেন এবং এদের পেশা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ভাবে আলোচনা করেছেন। তৎকালীন মারাঠি বা ফারসি ঐতিহাসিক উপাদান যেখানে ঐন্দ্রজালিক বা বংশীবাদকদের মতো সামাজিক শ্রেণীর কথা উল্লেখ করার বিষয়ে সচেতনতা দেখা যায়নি, সেখানে একটি শব্দকোশে এদের উপস্থিতির কথা বর্ণিত হয়েছে। মারাঠা যুদ্ধ-নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত ছিল বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার। যেমন, রণক্ষেত্রে জোরালো শব্দযুক্ত বাদ্যযন্ত্র দুন্দুভি ব্যবহৃত হচ্ছে কিংবা সামাজিক উৎসবে মৃদঙ্গ, বেণু, শঙ্খর ব্যবহার-এই সামান্য বিষয়ে পার্থক্য আলোচনা করে *রাজব্যবহারকোশ* নিজের অসাধারনত্বের পরিচয় দিয়েছে। যেখানে অন্যান্য প্রাথমিক উপাদানগুলি এ বিষয়ে নিশ্চুপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য *রাজব্যবহারকোশ* একটি শব্দকোশ মাত্র। তাই মারাঠা সাম্রাজ্য সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা এতে থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। এটি তথ্যসমৃদ্ধ তবে বিশ্লেষণের দায়িত্ব লেখক এর ওপরেই বর্তায়। তাই এই প্রাথমিক ঐতিহাসিক উপাদানটির যথাযথ বিশ্লেষণের দ্বারা মারাঠা সাম্রাজ্যের ও জাতির ইতিহাসের এক নবদ্বার উন্মোচন-এর সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না।

(*রাজব্যবহারকোশ* সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাথমিক ঐতিহাসিক উপাদান। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য আমি সংস্কৃত শ্লোকগুলি লিখতে বাংলা অক্ষর ব্যবহার করেছি)।

তথ্যসূত্র

[১] বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর। *পলাশি থেকে পার্টিশান*। ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১, কলকাতা, পৃ. ২৪।

[২] রায়, শরৎকুমার। *শিবাজী ও মারাঠা জাতি*। মেটকাফ্ প্রিন্টিং ওয়ার্কাস, ১৩১৬(ব), কলকাতা, পৃ. ৫।

[৩] সরকার, যদুনাথ। *শিবাজী*। ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯২৯, কলকাতা, পৃ. ৪।

[৪] পানসারে, গবিন্দ। *কে ছিলেন শিবাজি?*। পৃ. ২৫।

[৫] রায়, শরৎকুমার। *শিবাজী ও মারাঠা জাতি*। পৃ. ২।

[৬] রঘুনাথ পন্ডিত রচিত *রাজব্যবহারকোশ*, সম্পা., কে. এন. সানে. (প্রকাশিত) দি. ভি. আপটে এবং এস. এম. দিভেকর, *শিবচরিত্রপ্রদীপ*, (ভারতীয় ইতিহাস সংশোধক মন্ডল, পুনর্মুদ্রণ ২০০৯, পুণা), শ্লোক. ৮৯, পৃ. ১৫১।

[৭] তদেব।

[৮] তদেব, শ্লোক. ৯৫, পৃ. ১৫২।

[৯] তদেব, শ্লোক. ৮৮, পৃ. ১৫১।

[১০] Singh, Upinder. *A History of Ancient and Early Medieval India*: *From the Stone Age to the 12th Century*. Pearson, 2018, Noida, p. 596.

[১১] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ৯৬, পৃ. ১৫২।

[১২] Chopra, P. N. *Some Aspects of Society and Culture during the Mughal Age, (1526-1707).* Shiva Lal Agarwala & Co. (P.) Ltd., 1963, Agra, p. 50.

[১৩] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ৮৭, পৃ. ১৫১।

[১৪] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ৩৩, পৃ. ১৪৬।

[১৫] তদেব, শ্লোক. ৩১।

[১৬] তদেব, শ্লোক. ৩২।

[১৭] তদেব।

[১৮] তদেব, শ্লোক. ১০৪, পৃ. ১৫২।

[১৯] Chopra, P. N. *Some Aspects of Society and Culture*, p. 70.

[২০] তদেব।

[২১] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ১০২, পৃ. ১৫২।

[২২] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ৩৮২, পৃ. ১৭৪।

[২৩] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ৩৭২, পৃ. ১৭৪।

[২৪] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ১৭৪, পৃ. ১৫৮।

[২৫] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ১৭৪, পৃ. ১৫৮।

[২৬] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ১৭৪, পৃ. ১৫৮।

[২৭] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ১৭৪, পৃ. ১৫৮।

[২৮] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ১৭৪, পৃ. ১৫৮।

[২৯] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ১৭৪, পৃ. ১৫৮।

[৩০] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ১৭৫, পৃ. ১৫৮।

[৩১] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ১৭৫, পৃ. ১৫৮।

[৩২] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ১৭৬, পৃ: ১৫৮।

[৩৩] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ৩৭৬, পৃ. ১৭৪।

[৩৪] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ১৭৬, পৃ. ১৫৮।

[৩৫] কবীন্দ্র পরমানন্দ রচিত *শ্রীশিবভারত*, সম্পা. ও মারাঠী ভাষান্তর, সদাশিব মহাদেব দিবেকর (মর্বেন টেক্নলজীজ্, পুনর্মুদ্রণ ২০২১, পুণা), পৃ. ৮০।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. Kulkarni, A. R. *Maharashtra in the Age of Shivaji (A Study in Economic History).* Diamond Publications, 2008, Pune.

২. Sen, S. N. *Siva Chhatrapati.* University of Calcutta, 1920, Calcutta.

৩. Sen. S. N. *Military System of the Marathas.* The Book Company Ltd., 1928, Calcutta.